ধূসর পাণ্ডুলিপি

জীবনানন্দ দাশ

প্রতিভ্য

উৎসর্গ

বুদ্ধদেব বসুকে

ভূমিকা

আমার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ সালে। কিন্তু সে বইখানা অনেকদিন হয় আমার নিজের চোখের আড়ালেও হারিয়ে গেছে : আমার মনে হয় সে তার প্রাপ্য মূল্যই পেয়েছে।

১৩৩৬ সালে আর একখানা কবিতার বই বার করবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। কিন্তু নিজ মনে কবিতা লিখে এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ক'রে সে ইচ্ছাকে আমি শিশুর মতো ঘুম পড়িয়ে রেখেছিলাম। শিশুকে অসময়ে এবং বারবার ঘুম পাড়িয়ে রাখতে জননীর যে রকম কষ্ট হয় সেইরকম কেমন একটা উদ্বেগ—খুব স্পষ্টও নয়, খুব নিরুত্তেজও নয়—এই ক-বছর ধরে বোধ করে এসেছি আমি।

আজ ন'বছর পরে আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বার হল। এর নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এর পরিচয় দিচ্ছে। এই বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে। ১৩৩২ সালে লেখা কবিতা, ১৩৩৬ সালে লেখা কবিতা—প্রায় এগারো বছর আগের, প্রায় সাত বছর আগের রচনা সব আজ ১৩৪৩ সালে এই বইয়ের ভিতর ধরা দিল। আজ যে সব মাসিক পত্রিকা আর নেই—প্রগতি, ধূপছায়া, কল্লোল—এই বইয়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই সেই সব মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল একদিন।

সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে—যদিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়—তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হয়ে বেঁচে রইল।

আশ্বিন ১৩৪৩ জীবনানন্দ দাশ

ক বি তা সূ চি

নির্জন স্বাক্ষর ১১
মাঠের গল্প ১৪
সহজ ১৯
কয়েকটি লাইন ২১
অনেক আকাশ ২৭
পরস্পর ৩৪
বোধ ৪০
অবসরের গান ৪৪
ক্যাম্পে ৫০
জীবন ৫৪
১৩৩৩ ৬৬
প্রেম ৭১
পিপাসার গান ৭৬
পাখিরা ৮১
শকুন ৮৩
মৃত্যুর আগে ৮৪
স্বপ্নের হাতে ৮৬

নির্জন স্বাক্ষর

তুমি তা জান না কিছু, না জানিলে—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে !
যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার !
তোমার এ জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই !—
শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে !
আমি ঝরে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে !

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে ।
জীবনের রঙ তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে !—সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল—
চেনে নাই তারে অই সমুদ্রের জল !
রাতে রাতে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই; কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে !—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে !
একবার কথা ক'য়ে দেশ আর দিকের দেবতা

বোবা হয়ে পড়ে থাকে—ভুলে যায় কথা !
যে-আগুন উঠেছিল তাদের চোখের তলে জ্ব'লে
নিভে যায়—ডুবে যায়—তারা যায় স্খ'লে—
নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে—চলে আসে নতুন সময়—
পুরানো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,
নতুনেরা আসিতেছে ব'লে !—
আমার বুকের থেকে তবুও কি পড়িয়াছে স্খ'লে
কোনো এক মানুষীর তরে
যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হয়ে তার বুকের উপরে !

আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত !—
যে নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে—
যেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
তুমি আছো জেগে—
যে আকাশ জ্বলিতেছে, তার মতো মনের আবেগে
জেগে আছো—
জানিয়াছ তুমি এক নিশ্চয়তা—হয়েছ নিশ্চয় !
হয়ে যায় আকাশের তলে কত আলো—কত আগুনের ক্ষয় ;
কতবার বর্তমান হয়ে গেছে ব্যথিত অতীত—
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত
যে নক্ষত্র ঝরে যায় তার !
যে পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস—আকাশ তোমার !
জীবনের স্বাদ লয়ে জেগে আছো—তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে
পার তুমি ;
তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হয়ে আছো, তবু—
বাহিরের আকাশের শীতে
নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝ'রে—
ক্লান্ত হয়ে—শিশিরের মতো শব্দ ক'রে !

জান নাকো তুমি তার স্বাদ,
তোমারে নিতেছে ডেকে জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ !

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?—অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার !
তোমার আকাশ—আলো—জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই ! শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে !
আমি চলে যাবো—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেই দিন পৃথিবীর পরে ;—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে !

প্রগতি । আষাঢ় ১৩৩৬

মাঠের গল্প

মেঠো চাঁদ

মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে—ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়—নাড়া—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল !
মেঠো চাঁদ—কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা—
চেয়ে আছে —এমনি সে তাকায়েছে কত রাত—নাই লেখাজোখা ।
মেঠো চাঁদ বলে :
'আকাশের তলে
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে, ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে—চলে গেছে কবে !—
শস্য ফলিয়া গেছে—তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা একা !—ডাইনে আর বাঁয়ে
খড়-নাড়া—পোড়ো জমি—মাঠের ফাটল,—
শিশিরের জল !'...
আমি তারে বলি :
'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝরে কত—
বুড়ো হয়ে গেছ তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মতো !
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতবার, কতবার ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে—চলে গেছে কবে !—
শস্য ফলিয়া গেছে—তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা একা !—ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়া-নাড়া—মাঠের ফাটল,—
শিশিরের জল !'

পেঁচা

প্রথম ফসল গেছে ঘরে,
হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল ;
অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে
বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা !
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা !
ধানক্ষেতে—মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা !
ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ পৃথিবী—
তবু পাই টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ !
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে ঘ'ষে
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জাগে একা অঘ্রানের রাতে
সেই পাখি—
আজ মনে পড়ে
সেদিনও এমনি গেছে ঘরে
প্রথম ফসল ;
মাঠে মাঠে ঝরে এই শিশিরের সুর—
কার্তিক কি অঘ্রানের রাত্রির দুপুর !—
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে ঘ'ষে
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে দেখে,

মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জেগেছিল অঘ্রানের রাতে
এই পাখি !
নদীটির শ্বাসে
সে রাতেও হিম হয়ে আসে
বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা,
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা !
ধানক্ষেতে—মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা !
ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ পৃথিবী,
তবু আমি পেয়েছি যে টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ !

পঁচিশ বছর পরে

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে—
বলিলাম : 'একদিন এমন সময়
আবার আসিয়ো তুমি, আসিবার ইচ্ছা যদি হয় !—
পঁচিশ বছর পরে ।'
এই বলে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে ;
তারপর, কতবার চাঁদ আর তারা,
মাঠে মাঠে মরে গেল, ইঁদুর-পেঁচারা
জ্যোৎস্নায় ধানক্ষেত খুঁজে
এল-গেল !—চোখ বুজে
কতবার ডানে আর বাঁয়ে
পড়িল ঘুমায়ে
কত-কেউ !—রহিলাম জেগে
আমি একা—নক্ষত্র যে বেগে
ছুটিছে আকাশে,
তার চেয়ে আগে চলে আসে

যদিও সময়—
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয় !—

তারপর—একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভরে আছে মাঠে—
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়ুকড়ু !
শসাফুল—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা—
মাকড়ের ছেঁড়া জাল, শুকনো মাকড়সা
লতায়—পাতায় ;
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় ;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়—ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে মাঠে, ক্ষুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজও মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে !

কার্তিক মাঠের চাঁদ

জেগে ওঠে হৃদয়ে আবেগ,—
পাহাড়ের মতো অই মেঘ
সঙ্গে লয়ে আসে
মাঝরাতে কিম্বা শেষরাতের আকাশে
যখন তোমারে !—
মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিল যারে !
ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চ'লে
তরাসে ছেলের মতো—আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্ব'লে
অনেক সময়—
তারপর তুমি এলে, মাঠের শিয়রে—চাঁদ—
পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,

একদিন হয়েছে যা—তারপর হাতছাড়া হয়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে—আজও তুমি তার স্বাদ লয়ে
আর-একবার তবু দাঁড়ায়েছ এসে !
নিড়োনো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চার দিকে,
শস্যের ক্ষেত চেষে চেষে
গেছে চাষা চ'লে ;
তাদের মাটির গল্প—তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হলে
অনেক তবুও থাকে বাকি—
তুমি জান—এ-পৃথিবী আজ জানে তা কি !

ধূপছায়া । আশ্বিন ১৩৩৫

সহজ

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে !
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে !
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান !
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা, জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে—
তবুও হৃদয়ে গান আসে !

তুমি জল, তুমি ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
তোমার দেহের বেগ—তোমার সহজ মন
ভেসে যায় সাগরের জলের আবেগে !
কোন্ ঢেউ তার বুকে গিয়েছিল লেগে
কোন্ অন্ধকারে
জানে না সে !—কোন্ ঢেউ তারে
অন্ধকারে খুঁজিছে কেবল
জানে না সে !—রাত্রির সিন্ধুর জল,
রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ
তুমি এক ! তোমারে কে ভালোবাসে !—তোমারে কি কেউ
বুকে করে রাখে !
জলের আবেগে তুমি চলে যাও—
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধু ধু জল তোমারে যে ডাকে !

তুমি শুধু এক দিন—এক রজনীর !—
মানুষের—মানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে—কত দূরে !
কোন্ সমুদ্রের পারে—বনে—মাঠে—কিম্বা যে-আকাশ জুড়ে
উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে !—
কিম্বা যে আকাশে
কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
জেগে ওঠে, ডুবে যায়—তোমার প্রাণের সাধ
তাহাদের তরে !
যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে—মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন !—
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান !—
তুমি সেইখানে !
নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মতো
একদিন এসেছিলে—
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত !

প্রগতি । আষাঢ় ১৩৩৫

কয়েকটি লাইন

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি ;
একদিন শুনেছ যে সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি, আমার মতন
আর নাই কেউ !
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ; শেষ মুহূর্তের
আমি এক—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো—
নতুন এ, আর সব হারানো—পুরোনো ।
উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়ি নাকো দুর্দশার গান,
যে কবির প্রাণ
উৎসাহে উঠেছে শুধু ভরে—
সেই কবি—সেও যাবে সরে ;
যে কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ
শুধু জেনেছে বিষাদ,
মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ,
যে বুঝেছে, প্রলাপের ঘোরে
যে বকেছে,—সেও যাবে সরে ;
একে একে সবই
ডুবে যাবে—উৎসবের কবি,
তবু বলিতে কি পারো
যাতনা পাবে না কেউ আরো ?
যেইদিন তুমি যাবে চ'লে